প্রকাশকের কথা

শিক্ষা সভ্যতার ধারক ও বাহক। শিক্ষা গবেষণা মানুষকে দিয়েছে উন্নত জীবনের ধারণা, উৎসাহিত করেছে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথকে। তাই শিক্ষাকে মানসম্মত করার গুরুত্ব অপরিসীম। আর শিক্ষাকে যারা ধারণ করবে সেই ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে হবে মানসম্মত শিক্ষা। তবেই শিক্ষার উদ্দেশ্য তাদের জীবনে প্রতিফলিত হবে।

শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণ পদ্ধতিটিও একটি বিজ্ঞান। এতেও যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন কৌশল ও উপায়। যে শিক্ষার্থী যতো উন্নত কৌশল অবলম্বন করতে সক্ষম হবে সে-ই ততো এগিয়ে যাবে শিক্ষা গ্রহণ মূল্যায়নে তথা পরীক্ষার ফলাফলে।

"পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের টেকনিক" গ্রন্থে এই বিষয়টি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন প্রখ্যাত শিক্ষা গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গ্রন্থ প্রণেতা জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ। বইটির শুরুতে লেখকের ভূমিকায়ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

একজন ছাত্র বা ছাত্রী এই বইটি অনুসরণ করে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে ফলাফলে সাফল্য অর্জন করবে– খুব স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়।

প্রকাশক হিসেবে আমরাও চাই আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা ভালো ফলাফল অর্জন করে তার জীবনকে উন্নতির সোপানে নিয়ে যাক। প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বে কৌশলীরাই এগিয়ে থাকবে– এটাই স্বাভাবিক।

বইটি প্রকাশ করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। ভুলক্রটি আমাদের নিত্যসঙ্গী। অনিচ্ছাকৃত কোনো ক্রটি কারো কাছে পরীলক্ষিত হলে আমাদের জানাবেন আশা করি। মুদ্রণ উপাদানের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির কারণে মূল্য নির্ধারণে আমাদের খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই এই বিষয়টি সকলকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার অনুরোধ করবো। আল্লাহ হাফেয।

সূচিপত্র

০১. পরীক্ষা কী ও কেন ১১
০২. পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের সহায়ক উপাদান ১২
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ ১২
ভালো করার ইচ্ছা বা আগ্রহ ১২
অধ্যবসায় বা কঠোর পরিশ্রম ১৩
রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পড়ালেখা ১৩
ধৈর্য-সহ্য ১৪
প্রচুর লেখা ১৭
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাস করা ১৮
মুখস্থ করা বিষয়গুলো মাঝে মাঝে রিভিশন দেয়া ১৮
আত্মবিশ্বাস লালন করা ১৯
০৩. পরীক্ষায় ভালো করার জন্য বিক্ষিপ্ত মনের শাসন ১৯
অসাধারণ মেধা বা স্মৃতিশক্তি ১৯
প্রচুর উপকরণ ২১
পরীক্ষার আগে দিন-রাত জেগে পড়ালেখা ২২
প্রাইভেট টিউশন ২৩
ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৩
পড়ালেখার পরিবেশ ২৪
০৪. পরীক্ষায় ভালো করতে পিতা-মাতার দিক-নির্দেশনা ২৫
০৫. পরীক্ষায় ভালো করতে শিক্ষকের দিক-নির্দেশনা ২৫

০৬. পরীক্ষা আসার আগেই পরীক্ষা সহায়ক প্রস্তুতি গ্রহণ ২৬
ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা সহায়ক উপকরণ ২৭
ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত কিছু উপকরণ ৩০
ছাত্র-ছাত্রীদের আবেগ-অভিব্যক্তি ও পিতা-মাতার ইচ্ছার বাস্তবায়ন ৩১
ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে দু'আ প্রার্থনা ৩২
০৭. পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়ার লক্ষ্যে কতিপয় টেকনিক ৩২
প্রশ্নোত্তর যথাযথভাবে লেখা ৩৩
প্রশ্নের নম্বর অনুযায়ী সময় বণ্টন ৩৫
উত্তর পত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একরকম করে লেখা ৩৫
প্রশ্নোত্তরে মানচিত্র বা যথাযথ চিত্র ও ছক অংকন করা ৩৬
কাটাকাটি, ঘষামাজা বা ওভার রাইটিং না করা ৩৭
গুরুচণ্ডালী দোষ পরিহার ৩৮
বিরাম ও যতি চিহ্নের ব্যবহার ৩৮
উত্তর পত্রের সাথে অতিরিক্ত কাগজ নেয়া ৪৩
সবশেষে উত্তর পত্র পুনরায় দেখা ৪৩
উত্তর পত্র ও সাজসজ্জা করা ৪৫
একদম শেষ মুহূর্তে করণীয় ৪৬
উত্তর পত্র জমা দেয়ার পর করণীয় ৪৬
০৮. পরীক্ষার বিভিন্ন ধরন ও ভালো করার টেকনিক ৪৬
পরীক্ষায় প্রস্তুতির নানা দিক ও বিষয় ৪৭
সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষা ৪৭
এসাইনমেন্ট জমা দেয়া ৪৮
৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) ৪৮
৮ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা (জেএসসি/জেডিসি) ৪৯
এস.এস.সি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষা ৪৯
এইচ.এস.সি, আলিম ও ডিপ্লোমা পরীক্ষা ৫০

০১. পরীক্ষা কী ও কেন

ছাত্র মানেই পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার্থী মানেই পরীক্ষার মুখোমুখি। আর পরীক্ষা! পড়ালেখার মানদণ্ড। ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে কতটুকু পড়ালেখা করেছে, কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে তা নির্ণয়ের মাধ্যম। পরীক্ষা আছে বলেই ছাত্র-ছাত্রীদের মান, স্থান ও অবস্থান পরিবর্তন হয়; পরীক্ষার মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হয়ে সুন্দর জীবন ও সম্মানজনক আসন লাভ করতে সক্ষম হয়।

পরীক্ষা জীবনের সিঁড়ি অতিক্রম করে এগিয়ে চলার একটি প্রক্রিয়া। পরীক্ষা প্রত্যেকের যোগ্যতা যাচাই ও মেধা প্রস্ফুটিত হওয়ার একমাত্র মূলমন্ত্র। যদিও এ পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে নানা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। আবার কারো কারোর মুখে এমন শুনা যায়, ছাত্র জীবন বড়ই সুখের জীবন, যদি না থাকতো এগজামিনেশন। কেননা পরীক্ষার আগমনে প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ও মুখমণ্ডলে যে ছাপ ফুটে উঠে তা বলাই বাহুল্য। তবে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে মেধাবীদের মুখে বিশ্ব স্রষ্টা ও পরিচালক মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার মাধ্যমে চোখে মুখে যে আনন্দের ঘনঘটা দেখা তা সত্যিই অবিস্মরণীয়। এতে পিতা-মাতা, পাড়া-প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনরা সবাই আনন্দিত হয়ে থাকে।

অন্যদিকে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফলের মুখোমুখি হয় তাদের মাঝে দুঃখের অমানিশা ভিড় করে। তাদের মুখমণ্ডলে অন্ধকারের কালো ছাপ ও মন-মানসিকতায় তা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সবাই দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জীবনের মূল্যবান সময়, পিতা-মাতার কষ্টার্জিত অর্থ, বাধাগ্রস্ত হয় জীবনের গতিময়তা, থমকে যায় পড়ালেখার ধারাবাহিকতা।

কাজেই যে পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে সফলতা আনয়নে সহায়তা করে, কর্মময় জীবনকে নিশ্চিত করে, পরিবার, সমাজ-সামাজিকতা ও রাষ্ট্রীয়

অঙ্গনে সম্মানের আসনে আসীন করে, মহান স্রষ্টার দেয় বিধানাবলী মেনে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করে, দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন মুক্ত জীবন পরিচালনায় সহায়তা করে, মৃত্যুর পরে আখিরাতের জীবনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পুরস্কার তথা চির সুখের স্থান জান্নাত লাভের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়টি একটু নয় অনেক কঠিন হলেও তা বাস্তবে রূপ দেয়ার চেষ্টা করাই তো আমাদের সকলের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তাইতো এক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে জানা চাই বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতি। জানা চাই সহজ সরলভাবে ছাত্র জীবনের এ চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার টেকনিক।

০২. পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের সহায়ক উপাদান

০২.১. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ

ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফলাফল অর্জনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই পড়ালেখা করবে। লক্ষ্য পানে দৃঢ় সংকল্পের সাথে ছুটে চলবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে, লক্ষ্যকে জয় করার প্রত্যয়ে রুটিন অনুযায়ী নোট তৈরি করে পড়ালেখা করবে। সাথে-সাথে এ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেও দু'আ প্রার্থনা করবে।

০২.২. ভালো করার ইচ্ছা বা আগ্রহ

পরীক্ষায় ভালো করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচণ্ড আগ্রহ বা ইচ্ছার বিকল্প নেই। অবশ্য কোনো কাজই আগ্রহ বা ইচ্ছা ছাড়া সফল হয় না। আর পড়ালেখা সে তো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কষ্টকর কাজ।

পড়ালেখা করে জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে, জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে, দারিদ্র্যমুক্ত ও কোনো মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বনির্ভর হতে, সুন্দর জীবন যাপন করতে যোগ্যতা অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় চাই প্রচণ্ড আগ্রহ। মূলত এ কথা তো সত্য, যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা জীবনে প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে লিপ্ত হয় তারা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করে। তারা ভালো চাকুরী লাভ করে, সমাজের সম্মানজনক চেয়ারে বসতে পারে। অন্যদিকে তোমরা দেখে থাকবে হয়তো তোমাদের বাড়ি বা বাসার পাশেও এমন কেউ থেকে থাকবে, যে বা যারা পড়ালেখা

করেনি বলে দারুণ অভাবে কোনো রকম দিন অতিবাহিত করছে। কেউ তাদের মূল্যায়ন করে না, তাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলে না, তাদেরকে পরিবার প্রতিবেশি ও সমাজের কোথাও কোনো কাজে ডাকা হয় না, তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় না, তাদের সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথাও গ্রহণ করা হয় না। (যদিও এমনটি মানবতার শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম সমর্থন করে না। কিন্তু তারপরেও এমন করুণ দৃশ্যই সমাজ-সামাজিকতার অঙ্গনে আজকাল দেখা যায়।) কাজেই তোমরা পড়ালেখা করতে চেষ্টা করো, জীবনে সফল হওয়ার টার্গেট নিয়ে পড়ালেখার প্রতি প্রচুর মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করো। তাহলে দেখবে, তোমরা পরীক্ষায় অনেক ভালো করবে। একদিন তোমরা অনেক এগিয়ে যাবে।

০২.৩. অধ্যবসায় বা কঠোর পরিশ্রম

অধ্যবসায় বা কঠোর পরিশ্রমই ভালো ফলাফল অর্জনের মূল উপাদান। অধ্যবসায় ব্যতীত ভালো ফলাফল অর্জন দুরাশার নামান্তর। কারণ ভালো ফলাফল অর্জন করে নিজের কাছে আনতে হয়, এটা এমনি কারোর কাছে আসে না। এর জন্য কত রাত জাগা..... শেষ রাতে আরামের ঘুমকে হারাম করে দিয়ে জেগে বই পড়া, বিকেলে প্রায় দিনেই খেলাধুলা ছেড়ে লেখা, বেড়াতে না যাওয়াসহ কত পরিশ্রমের বদৌলতে এ সাফল্য এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের আসে তা শুধু ঐ ছাত্র-ছাত্রীরাই জানে। তাইতো প্রতি বছর ভালো ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো ফলাফলের গোপন রহস্য হিসেবে কঠোর পরিশ্রম, নিরন্তর অধ্যবসায় এবং মহান স্রষ্টার কাছে সাহায্য কামনা ও নির্ভরশীলতার কথাই ফুটে উঠে।

কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলবো, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে চাও তবে এ তিনটি ক্ষেত্রে একাকার হয়ে যাও। চেষ্টা, চর্চা এবং স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল হয়ে যাও। দেখবে তোমরাও ভালো ফলাফলের অধিকারী হতে পারবে। পৃথিবীর বুকে ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য এর বিকল্প আর কিছুই নেই। বাকী সব এগুলোর সহায়ক উপাদান মাত্র।

০২.৪. রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পড়ালেখা

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান ও একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পড়ালেখা করা। ছাত্র জীবনের শুরু এবং শিক্ষা বছরের শুরু